বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর
বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সন ঃ ২০১৩-২০১৪

প্রথম খণ্ড

বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

অর্থ বছর ঃ ২০১২-২০১৩

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত

ঃ সূচিপত্র ঃ

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল অব বাংলাদেশ এর প্রত্যয়ন	ক
২	মহাপরিচালক এর বক্তব্য	খ
৩	প্রথম অধ্যায়	১
	অডিট অনুচ্ছেদের সার সংক্ষেপ	৩
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৪
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৫
	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৫
	অডিটের সুপারিশ	৫
৪	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৭-২৩
৫	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	২৩
৬	অনুচ্ছেদ ভিত্তিক পরিশিষ্ট	**দ্বিতীয় খণ্ড**

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখঃ ০৮/০৮/১৪২৪ বঙ্গাব্দ।
২২/১১/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ।

স্বাক্ষরিত
(মাসুদ আহমেদ)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

খ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের ২০০৮-২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত বিভিন্ন অর্থ বছরের আর্থিক কর্মকান্ড নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নিরীক্ষা করা হয়েছে। এ রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের যে সকল আর্থিক অনিয়ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা বিবেচ্য সময়ের অথবা পূর্ববর্তী সময়ের সমগ্র লেনদেনের যে অংশ বিশেষ নিরীক্ষা করা হয়েছে তারই প্রতিফলন। এ রিপোর্টের আপত্তি ও মন্তব্য সমূহ উদাহরণমূলক এবং তা কোনমতেই উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের আর্থিক শৃঙ্খলার মান সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়। রিপোর্টটি দুই খন্ডে প্রণীত হয়েছে। প্রথম খন্ডের প্রথম অধ্যায়ে ম্যানেজমেন্ট ইস্যু এবং অডিট অনুচ্ছেদ সমূহের সার-সংক্ষেপ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে অডিট অনুচ্ছেদ সমূহের বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। মূল রিপোর্টের কলেবর বৃদ্ধি না করে আপত্তি সংশ্লিষ্ট প্রমাণক ও পরিসংখ্যান (পরিশিষ্টসমূহ) পৃথক একটি খন্ডে অর্থাৎ দ্বিতীয় খন্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়মগুলো পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানগুলোর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না হওয়ায় অনিয়মগুলো সংঘটিত হয়েছে। অনিয়মসমূহ দূরীকরণের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

তারিখঃ ১৫/০৭/১৪২৪ বঙ্গাব্দ।
৩০/১০/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ।

স্বাক্ষরিত

(মোঃ জহুরুল ইসলাম)
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
ঢাকা।

প্রথম অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

২—

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা	পৃষ্ঠা নং
১.	সার্ভিস চার্জ আরোপ/আদায় না করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি।	২৪,২৪,৯২৭	০৯
২.	রেন্টাল পাওয়ার প্লান্টের এর নিকট থেকে হ্যায়ার হিটিং ভ্যালু/অতিরিক্ত তাপ উৎপাদন বাবদ এডজাষ্টমেন্ট চার্জ আদায় না করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি।	৭,১৯,৭৭,০৮৭	১০
৩.	পর্যাপ্ত তহবিল থাকা সত্ত্বেও ১৫ দিনের মধ্যে আইওসি'র নিকট হতে ক্রয়কৃত গ্যাসের মূল্য পরিশোধ করে ডিসকাউন্টের সুযোগ গ্রহণ না করায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি।	৩৬,২৪,০৭৪	১১
৪.	পেট্রোবাংলার সাথে চুক্তিবদ্ধ বাংলাদেশে কার্যরত আন্তর্জাতিক অয়েল কোম্পানী সম্পর্কিত তথ্য/দলিলাদি নিরীক্ষায় সরবরাহ না করা।	-	১৩
৫.	প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ডিপোতে জ্বালানী তেল অপারেশনকালে অতিরিক্ত ঘাটতি হওয়ায় ক্ষতি।	৫,৭১,০৭,৭৮১	১৫
৬.	নৌপথে ট্যাংকারের মাধ্যমে জ্বালানী তেল পরিবহনকালে অনুমোদিত পরিবহন ঘাটতি অপেক্ষা প্রকৃত পরিবহন ঘাটতি কম হওয়া সত্ত্বেও অধিকার হিসেবে অনুমোদিত ঘাটতি মূল্য পরিশোধ করায় ক্ষতি।	২২,৬৪,৫৩০	১৬
৭.	নৌ-পথে তেল পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রকৃত ক্ষতি (ঘাটতি) না হওয়া সত্ত্বেও অধিকার হিসেবে প্রাপ্য Allowable Limit পর্যন্ত Transit Loss সুবিধা ভোগ করায় বিপিসি তথা সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১,৫৫,২৫,০০০	১৮
৮.	পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের মাত্রাতিরিক্ত ওয়ার্কিং, কনভারসন ও পরিবহন ঘাটতিজনিত কারণে কোম্পানীর আর্থিক ক্ষতি।	৮৫,১২,৬৭,৮৫৮	২০
৯.	প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের জন্য গঠিত কল্যাণ তহবিলে জমাকৃত অর্থের শতকরা ৫০ ভাগ অর্থ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে জমা না করায় শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন অর্থ প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত।	২,৫১,৭৩,৪১৫	২২
	মোট	১০২,৯৩,৬৪,৬৭২	

অডিট বিষয়ক তথ্য ঃ

নিরীক্ষা অর্থ বছর ঃ ২০০৮-২০১৩ খ্রিঃ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ও নিরীক্ষার সময় ঃ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	নিরীক্ষা সাল	নিরীক্ষার সময়কাল
১.	জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এ্যান্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিঃ, সিলেট	২০১২-২০১৩	১১/০৪/২০১৪ হতে ১০/০৬/২০১৪
২.	বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা) কাওরান বাজার , ঢাকা	২০১২-২০১৩	০২/০২/২০১৪ হতে ১০/০৪/২০১৪
৩.	যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম	২০০৯-২০১৩	২৬/০১/২০১৪ হতে ০৭/০৪/২০১৪
৪.	পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিঃ, (POCL) সদরঘাট, চট্টগ্রাম	২০০৯-২০১৩	২৬/০১/২০১৪ হতে ১৫/০৪/২০১৪
৫.	মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম	২০০৮-২০১৩	২৬/০১/২০১৪ হতে ০৭/০৪/২০১৪

নিরীক্ষার প্রকৃতি ঃ নিয়মানুগ নিরীক্ষা।

নিরীক্ষার পদ্ধতি ঃ (Audit Approach) ঃ

- প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে মৌখিক আলোচনা; রেকর্ডপত্র যাচাই; সরেজমিনে ডিপো পরিদর্শন; প্রধান স্থাপনায় স্থাপিত শোর ট্যাংকি পরিদর্শন; কারিগরী দিকসমূহের বিষয়ে কোম্পানীর বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনা ;
- বিপিসি কর্তৃক আমদানীকৃত তেল ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য কোম্পানী ট্যাংকে গ্রহণকালে কোন ঘাটতি আছে কিনা তা বিল অব লেডিং, ট্যাংকের মজুদ রেজিষ্টার যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরূপণ করা;
- বিভিন্ন ডিপোতে তাপমাত্রা জনিত ঘাটতি আছে কি না তার জন্য ডিপোর মাসিক বাল্ক ষ্টক ষ্টেটমেন্ট যাচাই করা;
- পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য ঘাটতি হয়েছে কি না তা চালান ও গ্রহণ রেজিষ্টার যাচাই এর মাধ্যমে নিরূপণ করা:
- পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের পরিবহণ ঘাটতির টাকা আমদানি মূল্যে পরিবহন ঠিকাদার হতে আদায় করা হয়েছে কিনা তা ট্যাংকার ভাড়ার বিল অব এন্ট্রি যাচাই এর মাধ্যমে নিরূপন করা;
- বরাদ্দকৃত বাজেটের বিপরীতে খাত ভিত্তিক খরচ যথাযথভাবে করা হয়েছে কি না তা বিল, ভাউচার নিরীক্ষার মাধ্যমে নিরূপণ করা ;
- জরুরী রেকর্ডপত্রাদি পরীক্ষা করা ;
- প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করা ।

অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধান ঃ- মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- বিপিসি'তে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যবস্থা (Internal Audit System) কার্যকর না থাকা।
- বিপিসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন কোম্পানী সমূহের ওপর বিপিসি কর্তৃপক্ষের মনিটরিং/তদারকির অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।
- কোম্পানীর আওতাধীন ডিপোসমূহের কার্যক্রমের ওপর কোম্পানী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণের অভাব লক্ষ্য করা যায়।
- জাহাজ ভাড়া, ট্যাংকার ভাড়া (কোষ্টাল, শ্যালো), পরিবহন ভাড়া ইত্যাদি পরিশোধের ক্ষেত্রে বিপিসি এবং কোম্পানী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত দুর্বল।
- পরিবহন ঘাটতি (Transit Loss); বিক্রয় কালীন ক্ষতি (Operational Loss) এবং তাপমাত্রাজনিত ক্ষতি (Evaporation Loss) নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিপিসি এবং জ্বালানী মন্ত্রণালয়ের সুস্পষ্ট নীতিমালা/আদেশ পাওয়া যায়নি। ফলে ডিপোতে এ সকল ক্ষতির ওপর কোম্পানী কর্তৃপক্ষের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই।
- বিপিসি'র হিসাব বিভাগে দূর্বল ব্যবস্থাপনা বিদ্যমান। কোম্পানী হতে প্রেষণে লোক নিয়োগ এবং সিএ ফার্ম হতে সাময়িকভাবে লোক নিয়োগের মাধ্যমে হিসাবায়ন করা হচ্ছে।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ ঃ

- প্রচলিত আর্থিক বিধি বিধান এবং সরকার ও যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় জারিকৃত আদেশ-নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা প্রতিপালন না করা।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার না করা।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- প্রচলিত আর্থিক বিধি বিধান এবং সরকার ও যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় জারিকৃত আদেশ-নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা ইত্যাদি যথাযথভাবে অনুসরণ করা আবশ্যক।
- প্রাপ্ত বরাদ্দের মধ্যে ব্যয় সীমিত রাখা প্রয়োজন।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা আবশ্যক।
- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায় এবং একই ধরণের অনিয়মের পুণরাবৃত্তি বন্ধ করা আবশ্যক।
- আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়মসমূহের পুণরাবৃত্তি রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ নং-০১ ।

শিরোনাম:- সার্ভিস চার্জ আরোপ/আদায় না করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ২৪.২৫ লক্ষ টাকা।

বিবরণ :

জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিঃ, সিলেট এর ২০১২-২০১৩ সালের হিসাব ১১/০৪/২০১৪ খ্রিঃ হতে ১০/০৬/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে রেন্টাল পাওয়ার ষ্টেশনসমূহের নথি যাচাইকালে প্রতীয়মান হয় যে, পাওয়ার প্লান্টসমূহে গ্যাস সংযোগের সময় অন্যান্য খরচের সাথে সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয়নি। ফলে প্রতিষ্ঠানের ২৪,২৪,৯২৭ টাকা ক্ষতি হয়েছে। বিবরণ পরিশিষ্ট "১" এ প্রদর্শিত হলো।

অনিয়মের কারণ :

- নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, মেসার্স শাহজাহান উল্লাহ পাওয়ার জেনারেল কোং লিঃ এর গ্যাস সংযোগের নিমিত্তে অস্থায়ী RMS (Regulatory Metering Station) স্থাপনের লক্ষ্যে ডিমান্ড নোট যাচাইকালে পরিলক্ষিত হয় সার্ভিস চার্জ হিসাবে ৮,০৮,৩০৯ টাকা আরোপ/আদায় করা হয়েছে। কিন্তু জালালাবাদ গ্যাসের আওতাধীন কুমারগাঁও, ফেঞ্চুগঞ্জ ও শাহজীবাজার এলাকায় তিন বৎসর মেয়াদের জন্য স্থাপিত তিনটি ৫০ মেঃ ওয়াট রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সংযোগের সময় সার্ভিস চার্জ হিসাবে ৮,০৮,৩০৯ x ৩ = ২৪,২৪,৯২৭ টাকা আরোপ/আদায় করা হয়নি। ফলে অনাদায়ী সার্ভিস চার্জ বাবদ প্রতিষ্ঠানের ২৪,২৪,৯২৭ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- জবাবে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, পরবর্তীতে বিভাগীয় জবাব প্রাপ্তির পর জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- অনারোপিত সার্ভিস চার্জ আদায় পূর্বক এবং অন্যান্য রেন্টাল পাওয়ার প্লান্ট গুলোতে যদি সার্ভিস চার্জ আদায় করা না হয়ে থাকে তবে সেক্ষেত্রে ও সার্ভিস চার্জ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষাকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৪/১০/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৩/১১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২২/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করায় ২২/০২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। উক্ত জবাবের সুপারিশের আলোকে শাহজী বাজার রেন্টাল পাওয়ার প্লান্ট, কুমারগাঁও এবং এনার্জি প্রিমা এ তিনটি রেন্টাল পাওয়ার প্লান্ট থেকে সার্ভিস চার্জ বাবদ আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে ২৪/০৩/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর প্রদান করা হয়। অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- গ্যাস সংযোগকালে সার্ভিস চার্জ আদায়/আরোপ না করার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ অথবা সংশ্লিষ্টদের নিকট থেকে ২৪,২৪,৯২৭ টাকা আদায় করা আবশ্যক।

৩ —

অনুচ্ছেদ নং-০২।

শিরোনাম: **রেন্টাল পাওয়ার প্লান্টের এর নিকট থেকে হায়ার হিটিং ভ্যালু/অতিরিক্ত তাপ উৎপাদনের এডজাষ্টমেন্ট চার্জ বাবদ ৭১৯.৭৭ লক্ষ টাকা আদায় না করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি।**

বিবরণ :

জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এণ্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিঃ, সিলেট এর ২০১২-২০১৩ সালের হিসাব ১১/০৪/২০১৪ খ্রিঃ হতে ১০/০৬/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে রেন্টাল পাওয়ার ষ্টেশন সমূহের নথি যাচাইকালে প্রতীয়মান হয় যে, পাওয়ার প্লান্ট সমুহে বিল থেকে হ্যায়ার হিটিং ভ্যালু এডজাষ্টমেন্ট বিল আদায় না করায় প্রতিষ্ঠানের ৭,১৯,৭৭,০৮৭ টাকা ক্ষতি হয়েছে। বিবরণ পরিশিষ্ট "২" এ প্রদর্শিত হলো।

অনিয়মের কারণ :

- বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, রেন্টাল পাওয়ার স্টেশন সমুহে (৫০ মেঃওয়াঃ পাওয়ার প্লান্ট শাহজী বাজার, ৫০ মেঃ ওয়াঃ সেন্ট্রাল পাওয়ার প্লান্ট ফেঞ্চুগঞ্জ ও ৫০ মেঃ ওয়াঃ কুমারগাঁও) গ্যাস সরবরাহের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক তাপ উৎপাদন ক্ষমতা ৯৫০ বিটিইউ হিসাবে ধরা হয়েছিল। কিন্তু গ্যাস বিল সমূহে দেখা যায় তাপ উৎপাদন ক্ষমতা ১০৫০ বিটিইউ। তাপ উৎপাদন ক্ষমতা ৯৫০ এর বেশী হলে এর জন্য অতিরিক্ত হিটিং ভ্যালু বিল বা এডজাষ্টমেন্ট বিল প্রদান করতে হয়। কিন্তু অন্যান্য পাওয়ার প্লান্ট এর ক্ষেত্রে এডজাষ্টমেন্ট বিল প্রদান করা হলেও উপরোক্ত তিনটি পাওয়ার প্লান্টে হ্যায়ার হিটিং ভ্যালু বিল আরোপ/আদায় করা হয়নি। ফলে প্রতিষ্ঠানের ৭,১৯,৭৭,০৮৭ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- জবাবে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, GSA (Generalised Service Agreement) এর শর্ত নং- ২৪.৫ (B) অনুযায়ী ৯৫০ বিটিইউ কে ষ্ট্যান্ডার্ড কিউবিক মিটার হিসাবে ধরা হয়েছিল। Average dry BTU নির্ধারণ বিল ব্যবহার গ্যাস বিলের সাথে উপস্থাপনের বিধান রয়েছে। নিরীক্ষাকালীন বছরে এনার্জি প্রিমার ব্যবহৃত গ্যাস বিল প্রস্তুত করা হলেও Average dry BTU নির্ধারণপূর্বক হিটিং ভ্যালুর উপস্থাপন করা হয়নি। কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মোতাবেক হ্যায়ার হিটিং ভ্যালু বিল উপস্থাপন ও আদায়ের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব স্বীকৃতিমূলক।
- হায়ার হিটিং ভ্যালু বিল আদায়ের বিষয়ে দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৪/১০/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৩/১১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২২/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করায় ২২/০২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। উক্ত জবাবের আলোকে রেন্টাল পাওয়ার প্লান্টের এর নিকট থেকে হ্যায়ার হিটিং ভ্যালু/অতিরিক্ত তাপ উৎপাদন বাবদ এডজাষ্টমেন্ট চার্জ বাবদ আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে প্রমাণকসহ পুনঃ জবাব প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে ২৪/০৩/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর প্রদান করা হয়। অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে হ্যায়ার হিটিং ভ্যালু এডজাষ্টমেন্ট বিল আদায় করে প্রমাণকসহ জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০৩।

শিরোনাম : পর্যাপ্ত তহবিল থাকা সত্ত্বেও ১৫ দিনের মধ্যে IOC এর নিকট হতে ক্রয়কৃত গ্যাসের মূল্য পরিশোধ করে ডিসকাউন্টের সুযোগ গ্রহণ না করায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি ৩৬.২৪ লক্ষ টাকা।

বিবরণ :

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা) কাওরান বাজার , ঢাকা এর ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের হিসাব ০২/০২/১৪খ্রিঃ হতে ১০/০৪/১৪খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে চূড়ান্ত হিসাব, জার্নাল ভাউচার, এফএমডি ও হিসাব বিভাগের গ্যাসের মূল্য পরিশোধ নথিসমূহ এবং রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

অনিয়মের কারণ :

- পর্যাপ্ত তহবিল থাকা সত্ত্বেও ১৫ দিনের মধ্যে IOC (International Oil Company) এর নিকট হতে ক্রয়কৃত গ্যাসের মূল্য পরিশোধ করে ডিসকাউন্টের সুযোগ গ্রহণ না করায় প্রতিষ্ঠানের ৩৬,২৪,০৭৪ টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। বিবরণ পরিশিষ্ট "৩" এ প্রদর্শিত হলো।
- IOC (International Oil Company) এর সাথে পেট্রোবাংলার সম্পাদিত চুক্তি 'গ্যাস পারচেজ এন্ড সেল এগ্রিমেন্ট (জিপিএসএ)-এর আটিকেল ১৪.১.৩ মোতাবেক বিক্রেতা (আইওসি)-এর গ্যাস বিক্রির ইনভয়েস প্রাপ্তির তারিখ হতে ১৫ দিনের মধ্যে ক্রেতা (পেট্রোবাংলা) গ্যাসের মূল্য পরিশোধ করলে দৈনিক ভিত্তিতে নির্ধারিত LIBOR (London Inter Bank Offer Rate) Interest Rate+১ % রেট-এ পেট্রোবাংলা Discount পাবে।
- নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, আইওসি কর্তৃক দাখিলকৃত গ্যাস বিক্রয়ের ইনভয়েস প্রাপ্তির পর যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পেট্রোবাংলা ১৫দিনের মধ্যে কার্যক্রম সম্পন্ন করে গ্যাসের মূল্য পরিশোধ পূর্বক ডিসকাউন্টের সুযোগ গ্রহন করতে পারেনি। এছাড়াও কোন কোন মাসে ১৫দিনের মধ্যেই দাবী পরিশোধ করা সত্ত্বেও পেট্রোবাংলা কোন ডিসকাউন্ট দাবী করেনি (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। কোন মাসে প্রাপ্য ডিসকাউন্ট ও বিলম্বকৃত দিনের জন্য ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত সুদের পার্থক্য দ্বারা ক্ষতির পরিমান নির্ধারন করা হয়েছে।
- এভাবে আর্থিক সচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও ১৫দিনের মধ্যে দাবী পরিশোধ করে ডিসকাউন্টের সুযোগ গ্রহণ না করায় এবং ১৫ দিনের মধ্যে দাবী পরিশোধ করা সত্ত্বেও ডিসকাউন্টের দাবী না করায় পেট্রোবাংলার উপরোক্ত পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- IOC এর সাথে সম্পাদিত চুক্তি গ্যাস পারচেজ এন্ড সেল এগ্রিমেন্ট (জিপিএসএ) - এর আর্টিকেল ১৪.১.৩ মোতাবেক বিক্রেতা IOC এর গ্যাস ইনভয়েস প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে মূল্য পরিশোধ করলে দৈনিক ভিত্তিতে LIBOR +১% ইন্টারেস্ট রেটে ডিসকাউন্ট পাওয়া যাবে। জিপিএসএ এর ধারা মতে বিল পরিশোধে লিবর রেট ০.৫৫৮১০% হারে ডিসকাউন্ট পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। পক্ষান্তরে পরিশোধকৃত অর্থের জন্য এসটিডি হিসাবে ৫% হারে সুদ পাওয়া যায়, ফলে পেট্রোবাংলার লাভ থাকে ৪.৪৪১৯%। পরিশিষ্টে বর্ণিত ১০টি ইনভয়েস যদি ১৫ দিনের মধ্যে পরিশোধ করে ডিসকাউন্ট গ্রহণ করা হতো তবে ৪১,৪৪,০১৫ টাকা ডিসকাউন্ট পাওয়া যেত আর ১৫ দিনে পরিশোধ না করে ব্যাংকে থাকার ফলে ৩,৭১,২৬,৩৮৪ টাকা সুদ পাওয়া গেছে। ফলে পেট্রোবাংলা আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছে। এমতাবস্থায় উপরোক্ত ব্যাখ্যার আলোকে আপত্তিটি নিষ্পত্তির অনুরোধ করা হলো।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- IOC এর নিকট হতে গ্যাস ক্রয়ের বিলের উপর LIBOR+১% ইন্টারেস্ট রেটে ডিসকাউন্ট পেতে ১৫ দিনের মধ্যে IOC কে বিল পরিশোধ করা আবশ্যক ছিল। STD হিসাবে সুদ জনিত লাভ এবং ডিসকাউন্ট হতে প্রাপ্ত লাভ এই দু'য়ের মধ্যে পার্থক্যের যুক্তিটি প্রমাণকের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা হয় নাই।
- ১৫ দিনের মধ্যে যে সকল ইনভয়েস পরিশোধ করা হয়েছে, তার বিপরীতে ডিসকাউন্ট গ্রহণ কেন করা হয়নি তার কোন ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। ১৫ দিনের মধ্যে বিল পরিশোধের জন্য ব্যাংককে আদেশ দেওয়া সত্ত্বেও ব্যাংক কেন পরিশোধ করেনি তার ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়নি। এছাড়া পরিশিষ্টে ডিসকাউন্ট ও ব্যাংক সুদের পার্থক্যের মাধ্যমে ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে । জবাব গ্রহনযোগ্য নয়।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০২/০৭/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১০/০৯/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ০৯/০৪/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করায় ০২/০৭/২০১৫ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। উক্ত জবাবের আলোকে ১৫ দিনের মধ্যে যে সকল ইনভয়েস পরিশোধ করা হয়েছে তার বিপরীতে ডিসকাউন্ট গ্রহণ কেন করা হয়নি এবং ১৫ দিনের মধ্যে বিল পরিশোধের জন্য ব্যাংককে আদেশ দেওয়া সত্ত্বেও ব্যাংক কেন পরিশোধ করেনি তার

যথাযথ জবাব প্রদান এবং ক্ষতির দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে অর্থ আদায়পূর্বক প্রমাণকসহ পুনঃ জবাব প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে ২০/১০/২০১৫ খ্রিঃ প্রতিউত্তর প্রদান করা হয়। অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- ক্ষতির দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে অর্থ আদায় করা আবশ্যক। যে ক্ষেত্রে ব্যাংক বিলম্বে অর্থ পরিশোধ করেছে সেক্ষেত্রে ক্ষতির অর্থ ব্যাংক হতে আদায়ের ব্যবস্থা নেওয়া যতে পারে।

অনুচ্ছেদ নং-০৪।

শিরোনাম : পেট্রোবাংলার সাথে চুক্তিবদ্ধ বাংলাদেশে কার্যরত আন্তর্জাতিক অয়েল কোম্পানী সম্পর্কিত তথ্য/দলিলাদি নিরীক্ষায় সরবরাহ না করা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা) কাওরান বাজার, ঢাকা এর ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে পেট্রোবাংলার সাথে চুক্তিবদ্ধ বাংলাদেশে কার্যরত আন্তর্জাতিক অয়েল কোম্পানী (আইওসি) সম্পর্কিত তথ্য/দলিলাদির চাহিদা প্রদান করা হলে পেট্রোবাংলা কর্তৃক অপারগতা প্রকাশ করা হয়েছে, যা বিধিসম্মত নয়।

অনিয়মের কারণ :

- নিরীক্ষার শুরুতে নিরীক্ষা দল কর্তৃক পেট্রোবাংলার ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের যাবতীয় আর্থিক তথ্য/নথি/দলিলাদির সাথে আইওসি'র তথ্যাদির চাহিদা প্রদান করা হয়। পেট্রোবাংলা কর্তৃপক্ষ গ্যাস ও কনডেনসেট ক্রয় বাবদ আইওসি'কে অর্থ পরিশোধের নথি নিরীক্ষায় প্রেরণ করলেও আইওসি সম্পর্কিত অন্যান্য নথিপত্র/তথ্যাদি সরবরাহ করে নাই। এর ফলে আইওসি'কে অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে কোন ধরনের অনিয়ম হয়েছে কিনা, তা নিরীক্ষা দল কর্তৃক নিরীক্ষা করা সম্ভব হয়নি। এ প্রেক্ষিতে বাণিজ্যিক নিরীক্ষা দল কর্তৃক গত ২৫/০২/২০১৪ খ্রি: তারিখের স্মারকের মাধ্যমে আইওসি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য চাওয়া হলে, পেট্রোবাংলার ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন তাদের ২৫/০৩/২০১৪ খ্রি: তারিখের ২৮.০২.০০০০.০২৯.০৪.০০৯.০৯/৬৫ নং স্মারকের মাধ্যমে নিরীক্ষা দলকে জানায়, বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কর্তৃক আইওসি সমূহ নিরীক্ষা করার বিষয়ে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের পত্র নং ২৮. ০১৬. ০০১. ০০. ০০. ০৩৫. ২০১১. ১৪৩৯, তারিখ-০২/১১/২০১১-এর মাধ্যমে বাণিজ্যিক নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে অবহিত করা হয়েছে। জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের উক্ত পত্র মোতাবেক আইওসি'র হিসাব নিরীক্ষার বিষয়টি সরকার ও আইওসি'র মধ্যে স্বাক্ষরিত পিএসসি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কাজেই পিএসসি'র ধারা ২২.৬ মোতাবেক বাণিজ্যিক নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক পিএসসি'র আওতায় কর্মরত আইওসি সমূহের হিসাব নিরীক্ষা করার কোন সুযোগ নাই। পরবর্তীতে বাণিজ্যিক নিরীক্ষা দল কর্তৃক গত ৩১/০৩/২০১৪ খ্রি: তারিখের বানিদ-১/সেক্টর-৩/পেট্রোবাংলা/২০১২-১৩/০৪ নং স্মারকের মাধ্যমে আইওসি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য পুনরায় চাওয়া হলে, পেট্রোবাংলার ডেভেলপমেন্ট এন্ড প্রোডাকশন ডিভিশন তাদের ০২/০৪/২০১৪ খ্রি: তারিখের স্মারকের মাধ্যমে নিরীক্ষা দলকে জানায় পিএসসি চুক্তি অনুযায় আইওসি ও পেট্রোবাংলা উভয়পক্ষ চুক্তি গোপনীয়তা রক্ষায় শর্তবদ্ধ এবং জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের পত্র নং ২৮. ০১৬. ০০১. ০০. ০০. ০৩৫. ২০১১. ১৪৩৯, তারিখ-০২/১১/২০১১ মোতাবেক বাণিজ্যিক নিরীক্ষাকে আইওসি সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করা সমীচীন নয়। যাহা সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮ এর পরিপন্থী।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- ভিন্ন ভিন্ন ব্লকের স্বাক্ষরিত পিএসসি'র এক পক্ষ বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির পক্ষে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং অপর পক্ষ সংশ্লিষ্ট আইওসি। সরকারের পক্ষে চুক্তি স্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের পত্র নং ২৮.০১৬. ০০১.০০.০০.০৩৫.২০১১-১৪৩৯ তারিখ ০২/১১/১১ এর মাধ্যমে প্রেরিত আইওসি'র হিসাব নিরীক্ষা সংক্রান্ত সুস্পষ্ট নির্দেশনার বিষয়টি বাণিজ্যিক নিরীক্ষা দলকে অবহিত করা হয়েছে। এ বিষয়ে সিএজি কার্যালয়ের ০৮/১১/২০১২ খ্রি: তারিখের পত্র নং সিএজি/অডিট/বা:অ:অ:/যোগাযোগ/৪৬৬(১১) এর মাধ্যমে সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নিকট বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কর্তৃক আইওসি নিরীক্ষার কার্যে সার্বিক সহায়তা করার কথা বলা হলেও এ বিষয়ে সচিব মহাদয়ের অফিস হতে কোন নির্দেশনা প্রদান করা হয়নি বিধায় আইওসি'র দলিলপত্র নিরীক্ষার নিকট সরবরাহের কোন সুযোগ নেই।

নিরীক্ষার মন্তব্য :

- জবাব যথাযথ নয়। কারণ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮(১) মোতাবেক সিএজি'র পক্ষে তাঁর মনোনীত প্রতিনিধির সকল প্রকার অফিসিয়াল দলিল-পত্র দেখার এখতিয়ার রয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০২/০৭/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১০/০৯/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ০৯/০৪/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হলে সর্বশেষ স্মারক নং-২১১ তারিখ ২৫/০৭/২০১৬খ্রিঃ এর মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। উক্ত জবাব মোতাবেক পেট্রোবাংলা মহামান্য রাষ্ট্রপতির পক্ষে পিএসসি স্বাক্ষর করে বিধায় সংবিধানের ৫১ অনুচ্ছেদের Reference-এ মহামান্য রাষ্ট্রপতির ন্যায় পেট্রোবাংলাও জবাবদিহিতার উর্দ্ধে বিবেচনা করে পেট্রোবাংলার Cost Recovery Audit প্রতিবেদন বাণিজ্যিক নিরীক্ষা দলকে সরবরাহ না করা সঠিক হয়েছে মর্মে পেট্রোবাংলা যে মতামত দিয়েছে, তাহা সঠিক নয়। সংবিধানের ৫১ অনুচ্ছেদে মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাজকে জবাবদিহিতার উর্দ্ধে রাখা হয়েছে, কিন্তু মহামান্য রাষ্ট্রপতির পক্ষে কাজ করে এমন কোন কর্তৃপক্ষের কাজকে নয়। বস্তুতপক্ষে দেশের সকল সরকারি অফিসসমূহ মহামান্য রাষ্ট্রপতির পক্ষেই কাজ করে। সুতরাং পেট্রোবাংলার

সংবিধানের ৫১ অনুচ্ছেদ সংক্রান্ত মতামত সঠিক হিসেবে বিবেচনা করলে প্রকৃতপক্ষে সিএজি এর পক্ষে কোন সরকারি অফিসের নিরীক্ষা করা সম্ভব নয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৮ (১) অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "মহা হিসাব নিরীক্ষক প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারী সরকারি হিসাব-নিরীক্ষণ করবেন ও অনুরূপ হিসাব সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদান করবেন এবং সে উদ্দেশ্যে তিনি কিংবা সে প্রয়োজনে তাঁর দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত যে কোন ব্যক্তির দখলভুক্ত সকল নথি, বহি, রসিদ, দলিল, নগদ অর্থ, স্ট্যাম্প, জামিন, ভান্ডার বা অন্য প্রকার সরকারি সম্পত্তি পরীক্ষার অধিকারী হবেন"। পেট্রোবাংলা একটি সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান। সুতরাং আলোচ্য ধারা হতে ইহা স্পষ্ট প্রতিয়মান হয় যে, পেট্রোবাংলার অধীনে যে কোন নথিপত্র, দলিল ও হিসাব সিএজি'র প্রতিনিধি হিসেবে বাণিজ্যিক নিরীক্ষা দল নিরীক্ষা করতে পারবে। উক্ত জবাবের আলোকে সিএজি কার্যালয়ের বরাত দিয়ে জানানো হয় যে, পেট্রোবাংলা যেমন সরকারের পক্ষে পিএসসি স্বাক্ষর করে, বাণিজ্যিক নিরীক্ষা দলও সিএজি'র প্রতিনিধি হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে। সুতরাং বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কোন তৃতীয় পক্ষ নয়। কাজই সংবিধান কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের নিমিত্তে বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষা দলকে চাহিত প্রতিবেদন, তথ্য, নথি ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র সরবরাহ করে অডিট কার্যে পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা করার বিষয়ে পেট্রোবাংলা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদানের জন্য আদিষ্ট হয়ে অনুরোধ জানিয়ে ০২/০২/২০১৭ খ্রিঃ প্রতিউত্তর প্রদান করা হয়। অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- সাংবিধানিক নিরীক্ষায় অসহযোগিতার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।
- IOC সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত/দলিল দস্তাবেজ পরবর্তীতে নিরীক্ষা দলকে নিরীক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-০৫।

শিরোনাম : প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ডিপোতে জ্বালানী তেলে অতিরিক্ত অপারেশনাল ঘাটতি হওয়ায় ৫৭১.০৮ লক্ষ টাকা ক্ষতি।

বিবরণ :

যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম এর ২০০৯-২০১৩ সালের জ্বালানী তৈল গ্রহণ, ডিপো সামারী রেজিষ্টার এবং বিক্রয় বিতরণ রেজিষ্টার ও নথি ২৬-০১-২০১৪ খ্রিঃ হতে ০৭-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে,

অনিয়মের কারণ :

- প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ডিপোতে জ্বালানী তেল অপারেশনকালে অতিরিক্ত ঘাটতি হওয়ায় ৫,৭১,০৭,৭৮১/- টাকা ক্ষতি হয়েছে। বিবরণ পরিশিষ্ট "৪" এ প্রদর্শিত হলো।
- সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১০/১২/১৯৯৭ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত বৈঠকের কার্য বিবরণীর সাধারণ পর্যালোচনা নং- ৩৮৬২ তে (১৯৯৪-৯৫ সালের অডিট রিপোর্টে পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিঃ, চট্টগ্রাম এর অনুঃ নং- ০৬, যার শিরোনাম- বিভিন্ন ডিপোতে অপারেশনকালে তৈলের ঘাটতি হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি) এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয় যে, সিএন্ডএজি মহোদয়ের মতামতের আলোকে প্রতিটি ডিপোর প্রশাসনিক কারণে পৃথকভাবে হিসাব রাখার প্রয়োজন এবং স্বাভাবিক অপারেশনজনিত ক্ষতি ০.৩০% গ্রহণযোগ্য।
- কিন্তু আলোচ্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ সার্বিকভাবে জ্বালানী তৈলের ঘাটতি/বাড়তি সমন্বয় করে লাভ/ক্ষতি নির্ধারণ করে থাকে। পিএ কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে যা গ্রহণযোগ্য নয়।
- পরিশিষ্টে উল্লিখিত ডিপো সমূহে আলাদাভাবে ঘাটতি/বাড়তি সমন্বয় করে ০.৩০% ক্ষতি/ঘাটতি বাদ দেয়ার পরও অতিরিক্ত অপারেশনজনিত ৫,৭১,০৭,৭৮১ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে। উল্লেখ্য ট্রানজিট লসের অর্থ যেহেতু ট্যাংকার বিল হতে আদায় করা হয় সেহেতু আলোচ্য ক্ষেত্রে তা হিসাব বহির্ভূত রাখা হয়েছে। উক্ত টাকা সংশ্লিষ্ট ডিপো ব্যবস্থাপক/কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে আদায়যোগ্য।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- প্রতি বছর পরিবেশগত কারণে আবহাওয়ার বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় তাপমাত্রার তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। তেলের তাপমাত্রা ৩০° সেলসিয়াসের বেশী হলে Conversion Gain হয়। তদরূপ ৩০° সেলসিয়াসের নীচে হলে Conversion Loss হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- কনভারশন বা অপারেশনাল ঘাটতি ০.৩০% ভাগ পর্যন্ত অনুমোদিত। অতিরিক্ত ঘাটতি আদায়যোগ্য। উক্ত অনুমোদিত ঘাটতি বাদ দিয়ে প্রকৃত অতিরিক্ত ঘাটতি নির্ধারণ করা হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২১/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ৩০/০৯/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ০৭/০৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করায় ৩০/০৯/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। উক্ত জবাবের প্রেক্ষিতে জানানো হয় যে, পিএ কমিটির সুপারিশের আলোকে ডিপো ভিত্তিক স্বাভাবিক অপারেশন জনিত ক্ষতি শতকরা ০.৩০ ভাগ পর্যন্ত অনুমোদিত। অতিরিক্ত ঘাটতি জ্বালানীর মূল্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/ডিপো ব্যবস্থাপকের নিকট হতে আদায় করে প্রমাণকসহ পুনঃজবাব প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে ০৯/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর প্রদান করা হয়। অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- অতিরিক্ত ঘাটতি জ্বালানীর মূল্য সংশ্লিষ্ট ডিপো ব্যবস্থাপক/কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে আদায় করে অডিটকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০৬।

শিরোনাম ঃ নৌ পথে ট্যাংকারের মাধ্যমে জ্বালানী তেল পরিবহনকালে অনুমোদিত পরিবহন ঘাটতি অপেক্ষা প্রকৃত পরিবহন ঘাটতি কম হওয়া সত্ত্বেও অনুমোদিত ঘাটতি মূল্য পরিশোধ করায় ক্ষতি ২২.৬৫ লক্ষ টাকা ।

বিবরণ :

যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম এর ২০০৯-২০১৩ সালের জ্বালানী তেল পরিবহন রেজিষ্টার, ট্যাংকার ভাড়া নথি, বিল ও পরিশোধ ভাউচার ২৬-০১-২০১৪ খ্রিঃ হতে ০৭-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে,

অনিয়মের কারণ :

- নৌ পথে ট্যাংকারের মাধ্যমে জ্বালানী তেল পরিবহনকালে অনুমোদিত ঘাটতি অপেক্ষা প্রকৃত ঘাটতি কম হওয়া সত্ত্বেও অনুমোদিত ঘাটতির মূল্য পরিশোধ করায় ২২,৬৪,৫৩০ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে। বিবরণ পরিশিষ্ট “৫” এ প্রদর্শিত হলো।
- বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত সংখ্যা তারিখ-০৩/০৯/২০০৯ এর মাধ্যমে প্রকাশিত বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নং-জ্বালানী/(অপাঃ-১)/বিপিসি-১/২০০৯/(অংশ)/৪৭৩, তারিখ-৩১/০৮/২০০৯ এর (ঝ) নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জ্বালানী তেলের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত হারে পরিবহন ঘাটতি অনুমোদিত। যা ০২/১২/২০০৮ তারিখ হতে কার্যকর।
- (ক) পেট্রোল, অকটেন, এসবিপি, ন্যাপথা - ০.২৮%
- (খ) এমটিটি, জেট এ-১, কেরোসিন, ডিজেল, জেবিও এবং এলডিও - ০.১৭%
- (গ) ফার্নেস অয়েল - ০.০৭%।
- উক্ত নির্দেশনায় ট্রিপ ভিত্তিক বা মাস ভিত্তিক সমন্বয়ের সুস্পষ্ট কোন নির্দেশনা নেই। যেহেতু তেল পরিবহন Individual Trip এ হয়। তাই ঘাটতি/বাড়তি সমন্বয়ও ট্রিপ ভিত্তিক হওয়া উচিত/আবশ্যক।
- পক্ষান্তরে বিগত ২৬/০২/২০০৮ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান এর সভাপতিত্বে বিপিসি, তেল বিপণন কোম্পানীর কর্মকর্তা ও বাংলাদেশ তৈলবাহী জাহাজ মালিক সমিতির (বাটোয়া) প্রতিনিধিবৃন্দের সমন্বয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার কার্যবিবরণীর ৮(খ) অনুচ্ছেদে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, নদী পথে জ্বালানী তেল পরিবহনকালে মাস ভিত্তিক ট্রানজিট লস/গেইন এর হিসাব একই গ্রেডের একই পণ্যের জন্য পৃথকভাবে নিরূপণ করে মাস ভিত্তিক চূড়ান্ত হিসাব সমন্বয় করা হবে। উহার প্রেক্ষিতে যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড পরিবহন ক্ষতি মাসিক ভিত্তিতে কমতির সাথে বাড়তি সমন্বয় করে বিল পরিশোধ করে আসছে।
- ২৬/০২/২০০৮ খ্রিঃ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত অর্থাৎ প্রকারান্তরে সরকারি ক্ষতির ক্ষেত্রে জ্বালানী মন্ত্রণালয়ের বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন/ভেটিং নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয়নি।
- নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, পরিশিষ্টে উল্লিখিত ট্যাংকার সমূহ জ্বালানী তেল পরিবহনকালে অনুমোদিত পরিবহন ঘাটতি অপেক্ষা প্রকৃত পরিবহন ঘাটতি কম হওয়া সত্ত্বেও ঘাটতি সমন্বয় করে অনুমোদিত ঘাটতি জ্বালানীর মূল্য পরিবহন বিলের সাথে পরিশোধ করা হয়েছে। ফলে প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ২২,৬৪,৫৩০ টাকা হয়েছে।
- অন্যান্য তেল বিপণন কোম্পানী এর ক্ষতির হিসাব নিরূপন করা হলে ক্ষতির পরিমান বিপুল অংক বৃদ্ধি পাবে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- নদী পথে জ্বালানী তেল পরিবহনকালে মাস ভিত্তিক ট্রানজিট লস/গেইন এর হিসাব একই গ্রেডের একই পণ্যের জন্য পৃথকভাবে নিরূপণ করে মাস ভিত্তিক চূড়ান্ত হিসাব সমন্বয় করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জ্বালানী তেল পরিবহনকালে অনুমোদিত ঘাটতি হতে প্রকৃত ঘাটতি বেশী হলে সমন্বয়যোগ্য। অপরদিকে অনুমোদিত ঘাটতি প্রকৃত ঘাটতি হতে বেশী হলে এক্ষেত্রে অনুমোদিত ঘাটতি মূল্য অধিকার হিসেবে প্রদান করে সরকারের বিপুল অংকের টাকা ক্ষতি করা হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২১/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ৩০/০৯/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ০৭/০৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করায় ৩০/০৯/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। উক্ত জবাবের আলোকে বিপিসি কর্তৃক অনুমোদিত “ইউনিফাইড চার্টার্ড পার্টি” চুক্তিনামার সত্যায়িত কপি প্রেরনের অনুরোধ জানিয়ে ০৯/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে জবাবের প্রেক্ষিতে ২৯-৩০/০৫/২০১৬খ্রিঃ তারিখে বাস্তব যাচাই করা হয়। উক্ত বাস্তব যাচাইয়ের মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ২৬/০৭/২০১৬খ্রিঃ প্রতিউত্তরে জানানো হয়েছে যে, মন্ত্রণালয় হতে ট্রিপ ভিত্তিক না মাস ভিত্তিক ঘাটতি নির্ণয় করা হবে তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং ঘাটতি না হলে অধিকার হিসেবে সমন্বয়ের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের ব্যাখ্যা গ্রহন করে নিরীক্ষাকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- ট্যাংকার মালিকগণকে প্রাপ্যের অধিক আর্থিক সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে চুক্তিনামা সম্পাদন করা হয়েছে। সরকারী স্বার্থ বিবেচনা করা হয়নি। আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে নিরীক্ষাকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

৪-

অনুচ্ছেদ নং-০৭।

শিরোনাম : নৌ-পথে তেল পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রকৃত ক্ষতি (ঘাটতি) না হওয়া সত্ত্বেও প্রাপ্য Allowable Limit পর্যন্ত Transit Loss সুবিধা ভোগ করায় বিপিসি তথা সরকারের আর্থিক ক্ষতি ১৫৫.২৫ লক্ষ টাকা।

বিবরণ :

পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিঃ, (POCL) সদরঘাট, চট্টগ্রাম এর ২০০৯-২০১৩ সালের হিসাব ২৬/০১/২০১৪ খ্রিঃ হতে ১৫/০৪/২০১৪ খ্রিঃ সময়ে নিরীক্ষাকালে প্রতিষ্ঠানের Transit Loss/Gain বিবরণী, পরিবহন বিল, ডেসপাচ নোট ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

অনিয়মের কারণ :

- নদী পথে পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য পরিবহনকালে প্রকৃত ট্রানজিট লস না হওয়া সত্বেও অধিকার হিসেবে প্রাপ্য Allowable Limit পর্যন্ত Transit Loss সুবিধা ভোগ করায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি ১,৫৫,২৫,০০০ টাকা। বিবরণ পরিশিষ্ট "৬" এ প্রদর্শিত হলো।
- বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত সংখ্যা তাং-০৩/০৯/২০০৯ এর মাধ্যমে প্রকাশিত বিদ্যুৎ ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নং-জ্বালানী /(অপাঃ-১)/বিপিসি-১/২০০৯/(অংশ)/৪৭৩ তাং-৩১/০৮/২০০৯ এর (ঝ) নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জ্বালানী তেলের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত হারে পরিবহন ঘাটতি অনুমোদিত, যা ০২/১২/০৮ খ্রিঃ তারিখ হতে কার্যকর।
- (ক) পেট্রোল, অকটেন, এসবিপি, ন্যাপথা - ০.২৮%
- (খ) এমটিটি, জেট-এ-১, কেরোসিন, ডিজেল, জেবিও এবং এলডিও - ০.১৭%
- (গ) ফার্নেস অয়েল - ০.০৭%
- উক্ত নির্দেশনায় ট্রিপ ভিত্তিক বা মাস ভিত্তিক সমন্বয়ের সুস্পষ্ট কোন নির্দেশনা নেই। যেহেতু তেল পরিবহন Individual trip এ হয়, তাই ঘাটতি/বাড়তি সমন্বয়ও trip ভিত্তিক হওয়া উচিত/আবশ্যক।
- কিন্তু বিগত ২৬/০২/০৮ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান এর সভাপতিত্বে বিপিসি, তেল বিপণন কোম্পানীর কর্মকর্তা ও বাংলাদেশ তৈলবাহী জাহাজ মালিক সমিতির (বটোয়া) প্রতিনিধিবৃন্দের সমন্বয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার কাযবিবরণীর ৮(খ) অনুচ্ছেদে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, নদী পথে জ্বালানী তেল পরিবহনকালে মাস ভিত্তিক ট্রানজিট লস/গেইন এর হিসাব একই গ্রেডের একই মূল্যের পণ্যের জন্য পৃথক পৃথকভাবে নিরূপন করে মাস ভিত্তিক চূড়ান্ত হিসাব সমন্বয় করা হবে উহার প্রেক্ষিতে পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিঃ, (POCL) পরিবহন ক্ষতি মাসিক ভিত্তিতে কমতির সহিত বাড়তি সমন্বয় করে বিল পরিশোধ করে আসছে। নমুনা স্বরূপ ৭/০৯ মাসের Loss/Gain Statement সংযুক্ত করা হলো।
- ২৬/০২/০৮ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত অর্থাৎ প্রকারান্তরে সরকারি ক্ষতির ক্ষেত্রে জ্বালানী মন্ত্রণালয়ের বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন/ভেটিং নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি।
- নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, যে ক্ষেত্রে পরিবহনকালে কোন ঘাটতিই হয়নি, অথচ সেখানে অধিকার হিসেবে প্রাপ্য Allowable Limit পর্যন্ত Transit সুবিধা ভোগ করে ঘাটতি সমন্বয় করে জাহাজ মালিকগণ লাভবান হচ্ছে। শুধুমাত্র পদ্মা অয়েল কোঃ লিঃ এর ০১/০৭/০৯ হতে ৩০/০৬/১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্ষতির পরিমাণ ১,৫৫,২৫,০০০ টাকা। অন্যান্য তেল বিপণন কোংঃ এর ক্ষতির হিসাব নিরূপন করা হলে এ ক্ষতির পরিমান কয়েক গুণ বৃদ্ধি পাবে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- (ক) বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জারীকৃত প্রজ্ঞাপনের বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই।
- (খ) সপ্তম জাতীয় সংসদের পিএ কমিটির তৃতীয় প্রতিবেদনের ৩৮৬৬ নং দফায় বর্ণিত অর্ডিন্যান্স বলে এই ব্যাপারে বিপিসিই চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- পিএ কমিটির ৩৮৬৬ নং অনুচ্ছেদ সভার আলোচনা মাত্র। উহা সিদ্ধান্ত নয়। তারপরও বিপিসি'র সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হলে গত ২৬/২/০৮ খ্রিঃ তারিখের বিপিসি'র সিদ্ধান্তে লস না হওয়া সত্বেও অধিকার হিসেবে প্রাপ্য অনুমোদিত হার পর্যন্ত পরিবহন ঘাটতি (Transit Loss) সুবিধা ভোগের কথা বলা হয়নি। সেখানে বলা হয়েছে যে মাস ভিত্তিক ঘাটতি বাড়তির সহিত সমন্বয় করা হবে। কিন্তু যেখানে বাড়তিই হয়নি, সেখানে সমন্বয়ের সুযোগ নেই। সুতরাং জবাব গ্রহনযোগ্য নহে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৯/০৯/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১১/১১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ০৭/০৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে

মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করায় ২০/১০/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। উক্ত জবাবের আলোকে বিপিসি কর্তৃক অনুমোদিত "ইউনিফাইড চার্টার্ড পার্টি" চুক্তিনামার সত্যায়িত কপি প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে ০৯/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর প্রদান করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- (ক) আপত্তিকৃত টাকা দায়ী ব্যক্তি /ব্যক্তিদের বা ব্যবস্থাপনার নিকট হতে আদায় করে বিপিসি'র হিসাবে জমা করতঃ প্রমানকসহ নিরীক্ষাকে জানাতে অনুরোধ করা হলো।
- (খ) ভবিষ্যতে ট্রিপ ভিত্তিক লস/গেইন হিসাব করে পরিবহন বিল পরিশোধ করার জন্য এবং প্রকৃত ক্ষতি না হওয়া সত্ত্বেও অধিকার হিসেবে সুযোগ প্রদান না করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-০৮।

শিরোনাম : পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের মাত্রাতিরিক্ত ওয়ার্কিং, কনভারসন ও পরিবহন ঘাটতি জনিত কারণে কোম্পানীর আর্থিক ক্ষতি ৮৫১২.৬৮ লক্ষ টাকা।

বিবরণ :

পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিঃ, (POCL) সদরঘাট, চট্টগ্রাম এর ২০০৯-২০১৩ সালের হিসাব ২৬/০১/২০১৪ খ্রিঃ হতে ১৫/০৪/২০১৪ খ্রিঃ সময়ে নিরীক্ষাকালে Loss/Gain statement ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

অনিয়মের কারণ :

- পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের মাত্রাতিরিক্ত ওয়ার্কিং, কনভারসন ও পরিবহন ঘাটতি জনিত কারনে কোম্পানীর আর্থিক ক্ষতি ৮৫,১২,৬৭,৮৫৮/-টাকা। বিবরণ পরিশিষ্ট "৭" এ প্রদর্শিত হলো।
- বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর জেনারেল ম্যানেজারদের সমন্বয়ে ২৯-৩০জুন ১৯৮৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার ৫ নং এজেন্ডার প্রেক্ষিতে পেট্রোলিয়াম পণ্যের অপারেশন লস (ওয়ার্কিং ও কনভারসন) ও পরিবহন ঘাটতি তথা ডিপোর সার্বিক ঘাটতির পরিমাণ ০.৩০% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- অন্যদিকে ৭ম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির (পিএ কমিটি) ৩২তম সভার অনুচ্ছেদ নং-৩৮৬৯ ও ৩৮৭০ এ ডিপো ভিত্তিক পেট্রোলিয়াম জাতীয় পণ্যের সার্বিক ডিপো ঘাটতি ০.৩০% পর্যন্ত গ্রহনযোগ্য বিবেচিত হয় ।
- POCL এর বাৎসরিক Loss/Gain statement পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রধান স্থাপনাসহ সকল ডিপোর ২০০৯-১০ সালে সার্বিক ক্ষতি হয় ০.৫১৫%। মাত্রাতিরিক্ত (.৫১৫-.৩০)০.২১৫%। এতে ক্ষতির পরিমাণ ৩৫৬৪২৪৯ লিঃ। ২০১০-১১ সালে ক্ষতি ০.৪৬৪%। মাত্রাতিরিক্ত (.৪৬৪-.৩০)=০.১৬৪%। ক্ষতির পরিমাণ ৩৪,৩৪,০০০ লিঃ। ২০১১-১২ সালে ক্ষতি হয় ০.৫২২%। মাত্রাতিরিক্ত (.৫২২-.৩০) ০.২২২%। ক্ষতির পরিমাণ ৪৫,৮৭,৯৮০ লিঃ। ২০১২-১৩ সালে ক্ষতি হয় ০.৫২৯%। মাত্রাতিরিক্ত ক্ষতি(.৫২৯..৩০)=০.২২৯%। ক্ষতির পরিমাণ ৪৫,২৭,১১৩ লিঃ। ২০০৯-১৩ সনে সর্বমোট ক্ষতির পরিমাণ (৩৫,৬৪,২৪৯ + ৩৪,৩৪,০০০ + ৪৫,৮৭,৯৮০ + ৪৫,২৭,১১৩) = ১,৬১,১৩,৩৪২ লিটার । নিরীক্ষিত ৪ বছরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পণ্যের দর উত্থান/পতন হওয়ায় প্রকৃত ক্ষতির মূল্য নির্ণয় করা সম্ভব নয় বিধায় ন্যূনতম পণ্যের দর ডিজেল এর গড় মূল্য ৫২.৮৩ টাকা হলেও কোম্পানীর ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৬১১৩৩৪২ x ৫২.৮৩ = ৮৫,১২,৬৭,৮৫৮ টাকা। বেশী মূল্যের পণ্যের বিক্রয় মূল্য ধরা হলে ক্ষতির পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেত।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- রেলহেড ডিপোর পরিবহন ঘাটতির Allowable অংশ বিপিসি'র নিকট দাবী করা হয়। Converson + working loss i.e. operation loss কোম্পানী কর্তৃক বহন করা হয় এবং উহার ভিত্তিতে বছরওয়ারী Operations Loss/Gain তৈরী করা হয়েছে। উহাতে দেখা যায় ৪ বছরের মধ্যে পিএ কমিটির অনুমোদিত লস এর হার ০.৩০% অতিক্রম করেনি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- কোম্পানীর সার্বিক লস হলো তিন প্রকারঃ ওয়ার্কিং, কনভারশন ও পরিবহন লস। পিএ কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সার্বিক ক্ষতির অনুমোদিত হার ০.৩০%। কিন্তু জবাবে প্রকৃত ক্ষতির পরিমান যা দেখানো হয়েছে (০.৩০% এর কম) তা পরিবহন ক্ষতিকে বাদ দিয়ে দেখানো হয়েছে-যা সঠিক নয়। পরিবহনসহ সার্বিক প্রকৃত ক্ষতির পরিমান হলো ২০০৯-১৩ (৪ বছরে) যথাক্রমে ০.৫১৫%, ০.৪৬৪%, ০.৫২২% ও ০.৫২৯ %।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৯/০৯/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১১/১১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ০৭/০৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করায় ২০/১০/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। উক্ত জবাবের প্রেক্ষিতে জানানো হয় যে, পিএ কমিটির সুপারিশের আলোকে ডিপো ভিত্তিক স্বাভাবিক অপারেশন জনিত ক্ষতি শতকরা ০.৩০ ভাগ পর্যন্ত অনুমোদিত। অতিরিক্ত ঘাটতিজনিত জ্বালানীর মূল্য সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তি/ব্যাক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করে প্রমাণকসহ পুনঃ জবাব প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে ০৯/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর প্রদান করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- (ক) অনুমোদিত ০.৩০% ক্ষতির অতিরিক্ত ক্ষতির মূল্য দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিগণের নিকট হতে আদায় করে কোম্পানীর তহবিলে জমা করা আবশ্যক।
- (খ) ভবিষ্যতে সর্বপ্রকার ক্ষতি বিবেচনায় এনে ক্ষতি নির্ণয় করার জন্য এবং ক্ষতির পরিমাণ যাতে অনুমোদিত হারের চেয়ে বেশী না হয় সেদিকে সচেষ্ট হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-০৯।

শিরোনাম ঃ প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের জন্য গঠিত কল্যাণ তহবিলে জমাকৃত অর্থের শতকরা ৫০ ভাগ অর্থ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে জমা না করায় শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন ২৫১.৭৩ লক্ষ টাকা প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত।

বিবরণ ঃ

মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম এর ২০০৮-১৩ সালের হিসাব ২৬/০১/২০১৪ খ্রিঃ হতে ০৭/০৪/২০১৪খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে শ্রমিকদের জন্য কল্যাণ তহবিল গঠন সংক্রান্ত নথি ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয়েছে যে,

অনিয়মের কারণ ঃ

- প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের জন্য গঠিত কল্যাণ তহবিলে জমাকৃত অর্থের শতকরা ৫০ ভাগ অর্থ সরকারী নির্দেশনা মোতাবেক বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন এর আওতায় গঠিত শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে জমা না করায় সরকার ২,৫১,৭৩,৪১৫/-টাকা প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হয়েছে। বিবরণ পরিশিষ্ট "৮" এ প্রদর্শিত হলো।
- ২০০৬ সালে প্রণীত শ্রম আইনের ২৩১ নং ধারায় শ্রমিকদের জন্য একটি অংশগ্রহণ তহবিল ও একটি কল্যাণ তহবিল গঠনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ দুটি তহবিল কোম্পানীর নীট মুনাফার উপর নির্ধারিত হারে (শতকরা পাঁচ ভাগ হারে) প্রাপ্ত অর্থ নিয়ে গঠিত হবে। উক্ত আইনের ২৩৪ (খ) নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুনাফা থেকে নির্ধারিত হারে প্রাপ্ত অর্থ অংশগ্রহণ তহবিল ও কল্যাণ তহবিলের মধ্যে ৮০ ঃ ২০ অনুপাতে বন্টন করা হবে। অর্থাৎ মুনাফা থেকে নির্ধারিত হারে প্রাপ্ত অর্থের ৮০ ভাগ যাবে অংশগ্রহণ তহবিলে এবং ২০ ভাগ যাবে কল্যাণ তহবিলে। বর্ণিত আইনের ২৪৩ নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, কল্যাণ তহবিলে জমাকৃত অর্থ ট্রাষ্টি বোর্ড যেভাবে স্থির করবে সেভাবে ও সে উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে এবং বোর্ড তৎসম্পর্কে সরকারকে অবহিত করবে।
- পরবর্তীতে ০৪/০৫/২০০৮খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যাতে প্রকাশিত আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর সংশোধনকল্পে প্রণীত অধ্যাদেশ (২০০৮ সনের ১৪ নং অধ্যাদেশ) এর অনুচ্ছেদ নং-৪ এ ২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ২৪৩ নং ধারা প্রতিস্থাপন (সংশোধন/সংযোজন) পূর্বক কল্যাণ তহবিলের ব্যবহারের ব্যাপারে নতুনভাবে সংযোজিত ২৪৩ (২) ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, উক্ত জমাকৃত অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে, উক্ত অর্থের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ অর্থ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন (২০০৬ সনের ২৫ নং আইন) এর ধারা ১৪ এর অধীন গঠিত শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে জমা প্রদান করতে হবে।
- মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড এর নীট মুনাফা থেকে নির্ধারিত হারে প্রাপ্ত অর্থের ২০ ভাগ অর্থ নিয়ে শ্রমিকদের জন্য গঠিত কল্যাণ তহবিলে ২০০৮-২০০৯ সালে ৮৯,৪৩,১৩৮ টাকা, ২০০৯-২০১০ সালে ৯৪,৬২,২৯০ টাকা, ২০১০-২০১১ সালে ১,২৫,৫৪,৭৯২ টাকা এবং ২০১১-১২ সালে ১,৯৩,৮৬,৬১০ টাকা সর্বমোট ৫,০৩,৪৬,৮৩০ টাকা (৮৯,৪৩,১৩৮+৯৪,৬২,২৯০+১,২৫,৫৪,৭৯২+১,৯৩,৮৬,৬১০) জমা হয়েছে । উক্ত অর্থ থেকে সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক শতকরা পঞ্চাশ ভাগ অর্থ অর্থাৎ ২,৫১,৭৩,৪১৫ টাকা (৫,০৩,৪৬,৮৩০ এর ৫০%) শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের আওতায় গঠিত শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে জমা প্রদানের কথা থাকলেও উক্ত তহবিলে কোন অর্থ জমা করা হয়নি। এতে সরকার ২,৫১,৭৩,৪১৫ টাকা প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- তথ্য/উপাত্ত যাচাই করে পরবর্তীতে জবাব দেয়া হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব পাওয়া যায়নি। প্রতিষ্ঠানের কল্যাণ তহবিলে জমাকৃত অর্থ থেকে আনুপাতিক হারে জমাযোগ্য অর্থ অনেক আগেই শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে জমা দেয়া বাঞ্চনীয় ছিল।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২২/০৬/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ০৬/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ০৭/০৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করায় ০৬/১০/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। উক্ত জবাবের আলোকে শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে জমাযোগ্য অর্থ সত্ত্বর জমাদান পূর্বক প্রমাণকসহ পুনঃ জবাব প্রেরনের অনুরোধ জানিয়ে ০৯/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর প্রদান করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে জমা যোগ্য অর্থ সত্ত্বর উক্ত তহবিলে জমা দিয়ে নিরীক্ষা অফিসকে জানানো আবশ্যক।
- শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে জমা যোগ্য অর্থ ভবিষ্যতে যথাসময়ে জমা দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত

(মোঃ জহুরুল ইসলাম)
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
ঢাকা।

১৫/০৭/১৪২৪
৩০/১০/২০১৭

বাঃসঃমুঃ-২০১৬/১৭-৬৮১৬কম/এ—৮০০ বই, ২০১৭ইং।